ভারতের সংবিধান, ৩য় ভাগ

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights))

স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

১৯. অনুচ্ছেদ ঃ বাক্‌স্বাধীনতা ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু কিছু অধিকারের সংরক্ষণ

১) সমস্ত নাগরিকদের—

(ক) বাক্ ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতার, (Freedom of speech and expression)

(খ) শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার, অধিকার থাকবে।

২) ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, সুরুচি বা নৈতিকতা, অথবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা কোনো অপরাধ অনুষ্ঠিত করতে প্ররোচনা দেওয়া সম্পর্কিত বিষয়ের স্বার্থে উক্ত (১) প্রকরণের (ক) উপপ্রকরণের কোনো কিছু কোনো বর্তমান বিধির (Law) উপর উক্ত উপপ্রকরণের দ্বারা অর্পিত অধিকার প্রয়োগের উপর যে পর্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বাধা আরোপ করে সে পর্যন্ত ঐ বিধির কাজকে প্রভাবিত করবে না অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো বিধি প্রণয়নে অন্তরায় হবে না।

এছাড়া ভারতীয় সংবিধানের ৩৬১ অনুচ্ছেদে লেখা হয়েছে ঃ

(১) ভারতীয় সংসদের যে কোনো সভার বা বিধানসভা অথবা, ক্ষেত্রবিশেষে, কোনো রাজ্যের বিধানমন্ডলের কার্যবিবরণীর বাস্তবিকপক্ষে সত্য প্রতিবেদন কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা প্রকাশ করলে যদি প্রমাণিত হয় যে ঐ প্রকাশ বিদ্বেষপ্রসূতভাবে করা হয়নি তাহলে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে, দেওয়ানি বা ফৌজদারি মতে কোনো বিধিসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না ঃ

তবে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছু সংসদের উভয় সভার বা কোনো রাজ্যের বিধানসভার, অথবা ক্ষেত্রবিশেষে, বিধানমন্ডলের যে কোনোটির কোনো গোপন অধিবেশনের কার্যবিবরণীর কোনো প্রতিবেদন যদি কোনো সংবাদপত্র প্রকাশ করে তার ক্ষেত্রে এই সুরক্ষা প্রযোজ্য হবে না।

(২) যেভাবে কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে (১) প্রকরণ প্রযোজ্য হয় সেভাবে সেটি কোনো বেতার প্রসারণ কেন্দ্রের দ্বারা প্রচারিত কোনো অনুষ্ঠান বা পরিবেশনের অংশ হিসাবে বেতার / টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সম্প্রচারিত প্রতিবেদন বা বিষয়বস্তুর সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে।

ব্যাখ্যা —এই অনুচ্ছেদে 'সংবাদপত্র' বলতে কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রেরিত কোনো বিষয়বস্তু সম্বলিত কোনো সংবাদ-সংস্থার প্রতিবেদনকেও অন্তর্ভুক্ত করবে।

মন্তব্য ঃ কোনো পত্র-পত্রিকা বা সংবাদ সংস্থা সংসদের বা রাজ্যের বিধানসভার সঠিক

বিবরণ প্রকাশ করলে তার বিরুদ্ধে মানহানি বা সরকারি গোপনতা বা অন্য কোনো ধরনের মামলা করা যাবে না। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময়ে কংগ্রেস সরকার ১৯৫৬ সালে জারি করা সংসদীয় কার্যবিবরণী (প্রকাশনের সুরক্ষা) আইনটি বাতিল করে দিয়েছিল। ১৯৭৭সালে জনতা সরকার আবার উক্ত আইন চালু করে এবং ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধন করে তাতে আলোচ্য ৩৬১ক ধারা যোগ করে।

ভারতে কি প্রেসের স্বাধীনতা আছে?

(Freedom of the Press in India)

ভারতে প্রেসের স্বাধীনতা আছে অথবা নেই এই বিষয়টি নিয়ে দুই মত দেখা যায়। এক দল সমালোচক বলেন, 'ভারতে প্রেসের স্বাধীনতা নেই'। তাঁদের যুক্তি হল ঃ ১) ভারতীয় সংবিধানে বা অন্য কোনো নথিপত্রে প্রেসকে স্বাধীনতার দেওয়ার কথা নির্দিষ্টবাবে লেখা নেই। সংবিধানের তৃতীয়ভাগে মৌলিক অধিকার শীর্ষক অংশের অনুচ্ছেদ ১৯(১)(ক)-তে নাগরিকদেরকে বাক্ ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতরা কথা লেখা আছে। কিন্তু প্রেসের বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা স্পষ্টভাষায় লেখা নেই। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথমতম সংশোধনে (১৭৯১ সালে) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে দেশের সংসদ (কংগ্রেস) বাক্ এবং প্রেসের স্বাধীনতার হানিকারক কোনো আইন রচনা করতে পারবে না। এমন নির্দিষ্টভাবে প্রেসের স্বাধীনতার কথা ভারতীয় সংবিধানে লেখা নেই। সুতরাং ভারতে প্রেসের স্বাধীনতাও নেই।

২) উক্ত যুক্তি বাদ দিলেও দেখা যায় ভারতীয় সংবিধানে ১৯(২) অনুচ্ছেদে আবার বলা হয়েছে যে দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি বহু বিষয়ে রাষ্ট্র উক্ত বাক্ ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতার উপর যুক্তিসঙ্গত বাধা আরোপ করার ব্যাপারে দেশের প্রচলিত আইনগুলিকে চালু রাখতে এবং নতুন আইন তৈরি করতে পারবে। অর্থাৎ ১৯(১) (ক) অংশে যেটুকু স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছিল ১৯ (২) অনুচ্ছেদে তার ওপরও বহু বাধা সৃষ্টি করা হল।

সুতরাং তাঁদের বক্তব্য হল ভারতে প্রেসের স্বাধীনতা নেই।

আবার অন্যদিকে দেশের অধিকাংশ মানুষ বলেন ভারতে প্রেসের স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। তাঁদের বক্তব্য হল ঃ

১) ভারতীয় সংবিধানে খোলাখুলিভাবে প্রেসের স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি ঠিকই কিন্তু সংবিধান রচয়িতারা এবং ১৯৫০ সালে বোম্বাই (মুম্বাই) থেকে প্রকাশিত 'ক্রশ রোড্‌স্' ইংরাজি সাপ্তাহিকের সম্পাদক রমেশ থাপার বনাম তামিলনাড়ুর রাজ্য সরকার মামলা ও ঐ বছরেরই দিল্লি থেকে প্রকাশিত ইংরাজি সাপ্তাহিক 'অর্গ্যানাইজার'-এর সম্পাদক ব্রিজভূষণ বনাম দিল্লি মহানগর প্রশাসন মামলাগুলিতে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রায় দিয়েছে যে সংবিধানের 'বাক্ ও অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতা' কথাগুলির মধ্যেই প্রেসের বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অর্থাৎ কোনো কিছু প্রকাশ ও প্রচার করার স্বাধীনতা

Scanned with Cam

অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া ১৯৫৯ সালের 'এক্সপ্রেস' সংবাদপত্র গোষ্ঠী বনাম ভারত সরকার এবং ১৯৬২ সালে 'সকাল' সংবাদপত্র বনাম ভারত সরকার মামলাগুলিতেও সুপ্রীম কোর্ট স্পষ্টভাবে বার বার ঐ একই রায় দিয়েছে। সুতরাং ভারতে প্রেসের স্বাধীনতা আছে।

২) যাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উল্লিখিত সংবিধান সংশোধনীর কথা উল্লেখ করেন তাঁরা সেই দেশের ও অধিকাংশ অঙ্গ রাজ্যের আইনগুলির কথা খেয়াল করেন না যে প্রায় সব রাজ্যের সংবিধানেই উল্লেখ করা রয়েছে যে বাক্ বা প্রেসের স্বাধীনতার অপব্যবহার করা হলে রাজ্য সরকার সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং ঐ অপব্যবহারকারীকে শাস্তি দিতে পারে। অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানের সেখানেও ১৯(২) অনুচ্ছেদের মতোই কিছু বিধিনিষেধ সে দেশেও রয়েছে।

৩) ভারতে প্রেসের স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। তার প্রমাণ হল সংবিধান প্রচলনের পর পত্র-পত্রিকার সংখ্যা প্রায় ষোল গুণ বেড়েছে। রেডিও, টেলিভিশনও আরো বেশি বেড়েছে। প্রেসের স্বাধীনতা না থাকলে ভারতীয় প্রেসের এই অভূতপূর্ব সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হত না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও সে দেশে ১৯৬৬ সালে তথ্যের স্বাধীনতা আইন রচনা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে এদেশে ২০০০ সালে তামিলনাড়ু, রাজস্থান, গোয়া, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লি, অসম ও মহারাষ্ট্র রাজ্য নিজ নিজ রাজ্যে তথ্যের স্বাধীনতা আইন বলবৎ করেছে। তাছাড়া ভারতেও ২০০৫ সালের মে মাসে তথ্যের স্বাধীনতা (রাইট টু ইনর্ফমেশন) আইন জারি করা হয়েছে।

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে ভারতে প্রেসের স্বাধীনতা আছে, তবে তা কিছু কিছু যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ। বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবীতে কোনো স্বাধীনতাই অবাধ নয়। দেশের স্বার্থে, সমাজের মানুষের কল্যাণের স্বার্থে সব স্বাধীনতাকেই কিছু কিছু সীমা মেনে চলতে হয়। ভারতে প্রেসের বা গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

ভেষজ ও যাদু বলে রোগ আরোগ্য (আপত্তিকর বিজ্ঞাপন) আইন, ১৯৫৪ [The Drugs and Magic Remedies (Objectional Advertisements) Act]

সূচনা ঃ স্বাধীনতার পর সরকার লক্ষ্য করেছিল যে বহু লোক যাদু বলে এবং অবৈজ্ঞানিক ভাবে কিছু কিছু ওষুধ, জড়ি বুটি দিয়ে রোগ সারানো, বেআইনি ভাবে গর্ভপাত করানো ইত্যাদির উদ্দেশ্যে অন্যায় ব্যবসা করে থাকে। পত্র-পত্রিকায় তার বিজ্ঞাপনও প্রকাশিত হয়। সরকারের ভেষজ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ পৃথক ভাবে তা বন্ধ করতে আইনগত ব্যবস্থা নেয়। তার পাশাপাশি কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেষজের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করা, যাদু গুণসম্পন্ন বলে উল্লেখ করে আরোগ্যের উদ্দেশ্যে দেওয়া বিজ্ঞাপন প্রচার নিষিদ্ধ করা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ব্যবস্থা করার জন্য এই আইন।

সংজ্ঞা ঃ

ক) 'বিজ্ঞাপন' বলতে কোনো বিজ্ঞপ্তি, ইশ্‌তেহার (সার্কুলার), লেবেল, মোড়ক বা অন্য অভিলেখ, অথবা মৌখিকভাবে কৃত, বা আলো, শব্দ বা ধোঁয়া উৎপাদন বা বিকিরণকারী

Scanned with Cam